www.priofaridpur.com

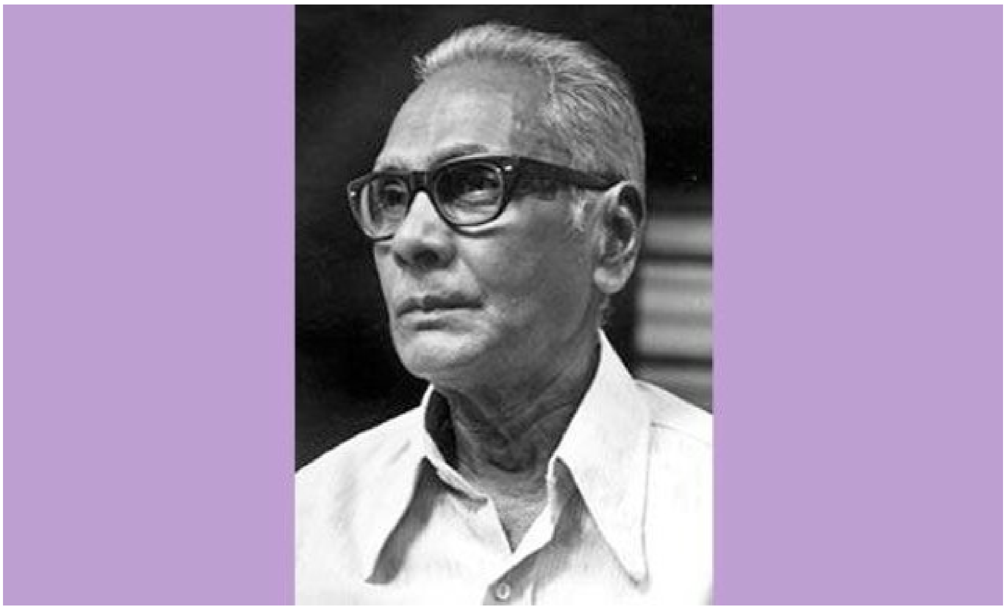

আ ন ম বজলুর রশিদ

১৯১১ সালে

ফরিদপুর শহরে

আ ন ম বজলুর রশিদের পুরোনাম আবু নয়ীম মুহাম্মদ বজলুর রশিদ। তাঁর পিতা হারুন-অর-রশিদ ছিলেন একজন আইনজীবী।

শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক বজলুর রশিদ ১৯২৮ সালে ফরিদপুর জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৩১ সালে আই.এ এবং ১৯৩৩ সালে বি.এ পাশ করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ সালে এবিটি পাশ করেন। ১৯৫৪ সালে ভাষা ও সাহিত্যে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর আমেরিকার নিউজার্সী স্টেটের বার্গাস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি দুই বছর ছিলেন।

তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৩৪ সালে ঢাকার মুসলিম গর্ভমেন্ট স্কুলের শিক্ষকতার চাকুরির মাধ্যমে। সেখানে তিনি ৬ বছর চাকুরী করেন এবং এরপর জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলে ২ বছর ও ঢাকার আরমানিটোলা গর্ভমেন্ট স্কুলে ১২ বছর শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে লেকচারার নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৪ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ১৯৭২ সালে সেখান থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ধ্বনি বিজ্ঞানের খন্ডকালীন অধ্যাপনা করেন। এরপর ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের ধ্বনি বিজ্ঞানে অধ্যাপনা করেন।

তিনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমনকাহিনী, নাটকসহ প্রায় ২০ টি গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পাকিস্তান সরকার তাকে তঘমা-ই-ইমতিয়াজে উপাধি ভূষিত করে এবং নাটকের জন্য ১৯৬৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

পান্থ বীণা, মরু সূর্য, মেহের নিগার ও অন্যান্যিকা, অন্তরাল, পথ বেঁধে দিল, বীরাঙ্গনা, কারবালা কাহিনী, ইসলামের ইতিহাস, পথ ও পৃথিবী, আমাদের কবি, রক্তের রং নীল, রবীন্দ্রনাথ, দুই সাগরের দেশে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ